অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

ষষ্ঠবিংশ খণ্ড : এহুদা

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

সপ্তবিংশ খণ্ড : এহুদা

ভূমিকা

পত্রটির লেখক: লেখক নিজেকে ইয়াকুবের ভাই এহুদা নামে পরিচয় দিয়েছেন। ইঞ্জিল শরীফে এহুদা নামে সম্ভাব্য দু'জনের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা হলেন: (১) প্রেরিত এহুদা (লূক ৬:১৬; প্রেরিত ১:১৩); বেঈমান সাহাবী এহুদা ইষ্করিয়োতীয় নয়, এবং (২) প্রভু ঈসা মসীহের ভাই এহুদা (মথি ১৩:৫৫; মার্ক ৬:৩)। পত্রটির লেখক এই দ্বিতীয় এহুদা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সম্ভবত তিনি নিজের এই পরিচয়ের কথা উল্লেখ করেন নি, কারণ তিনি এই পরিচয়ের মাধ্যমে কোন বাড়তি সুবিধা বা সম্মান লাভ করতে চান নি। আবার ইয়াকুবের ভাই উল্লেখ করা কারণ হল, সে সময় ইয়াকুব জেরুশালেম মণ্ডলীর একজন নেতা হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

লেখার তারিখ: প্রেরিত পিতরের দ্বিতীয় পত্রের সাথে এহুদার পত্রের বিভিন্ন আয়াতের সঙ্গতি থাকার কারণে ধারণা করা হয় যে, দুই লেখকের মধ্যে যোগাযোগ ছিল এবং তাঁরা খুব কম সময়ের ব্যবধানে এই পত্র দু'টো লিখেছেন। অধিকাংশের মতে এহুদা এই পত্রটি ৬৫-৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখেছিলেন।

প্রাপক: এহুদা তাঁর এই পত্রটি ইহুদী বা অ-ইহুদী থেকে আসা নির্বিশেষে বৃহত্তর ঈসায়ী জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে লিখেছিলেন। তবে অধিকাংশের ধারণা, তিনি মূলত ইহুদী থেকে আসা ঈসায়ীদের কাছেই পত্রটি পাঠিয়েছিলেন।

উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু: সংক্ষিপ্ত এই পত্রটি লেখা হয়েছিল ভণ্ড শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ঈসায়ী ঈমানদারদেরকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য। মূলত লেখকের উদ্দেশ্য ছিল: (১) ঈমানদারদেরকে সতর্ক করে দেওয়া, যেন তারা ভণ্ড শিক্ষকদের শিক্ষার মারাত্মক পরিণতি এবং মণ্ডলীতে তাদের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হয়; এবং (২) খাঁটি ঈমানদাররা যেন জাগ্রত হয় এবং একাগ্রভাবে ঈমান ধরে রাখার জন্য প্রাণপণ করে; সেই সাথে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঈসায়ী মহব্বত যেন আরও সুদৃঢ় হয়।

মূল শিক্ষা: এহুদার পত্রটি হচ্ছে ইঞ্জিল শরীফের মধ্যে সবচেয়ে কম পঠিত পত্রগুলোর মধ্যে একটি। এই বিষয়টি কেউ কেউ বুঝে উঠতে পারেন না যে, লেখক ইহুদীদের ধর্মে বিশেষ স্থান ছিল এমন দু'টি প্রামাণিক কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন অথচ এখন আর সেগুলো আসমানী কিতাব বলে বিবেচিত হয় না (এহুদা ৪,৬,৯ ও ১৪ আয়াত)। অন্যরা বলেন যে, এই পত্রটির আপোষহীন ভাব ও দোষারোপ করার বিষয়ে অনমনীয়তা থেকে বুঝা যায় যে, এর লেখক ভিন্ন কোন মত গ্রহণ করতে মোটেই ইচ্ছুক নন, এমন অনমনীয়তা যা শত শত বছর ধরে মণ্ডলীতে চলে আসছে। কিন্তু এহুদার পত্র আমাদের একথা মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্ তাঁর লোকদের কাছ থেকে নৈতিক ও শুদ্ধ জীবন আশা করেন এবং ঈমানদারগণ যেন মণ্ডলীর লোকদের মধ্যে গুনাহের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে চলেন।

প্রধান আয়াত: "প্রিয়তমেরা, আমাদের সকলের নাজাতের বিষয়ে তোমাদেরকে কিছু লিখতে খুবই উৎসুক হওয়াতে আমি বুঝতে পারলাম যে, পবিত্র লোকদের কাছে যে ঈমান চিরকালের জন্য সমর্পণ করা হয়েছে তার পক্ষে প্রাণপণ চেষ্টা করতে তোমাদের উৎসাহ দিয়ে কিছু লেখা আবশ্যক" (৩)।

প্রধান প্রধান লোক: এহুদা, ইয়াকুব ও ঈসা মসীহ্।

রূপরেখা:

(ক) ঈমানের পক্ষে প্রাণপণ করার জন্য উপদেশ (১-৪)
(খ) ভণ্ড শিক্ষকদের থেকে সাবধান (৫-১৬)
(গ) ঈসা মসীহের মধ্যেই সম্পূর্ণ ও অনন্ত নাজাত (১৭-২৩)
(ঘ) শেষ কথা ও দোয়া (২৪-২৫)

ঈমানের পক্ষে প্রাণপণ করার জন্য উপদেশ

১ [১] এহুদা, ঈসা মসীহের গোলাম এবং
ইয়াকুবের ভাই– যারা আহ্বান পেয়েছে
তাদের সমীপে, যাদেরকে পিতা আল্লাহ্ মহব্বত
করেন এবং যাদেরকে ঈসা মসীহের জন্য রক্ষা
করা হয়েছে। [২] করুণা, শান্তি ও মহব্বত
প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক।
[৩] প্রিয়তমেরা, আমাদের সকলের নাজাতের
বিষয়ে তোমাদেরকে কিছু লিখতে খুবই উৎসুক
হওয়াতে আমি বুঝতে পারলাম যে, পবিত্র
লোকদের কাছে যে ঈমান চিরকালের জন্য
সমর্পণ করা হয়েছে তার পক্ষে প্রাণপণ চেষ্টা
করতে তোমাদের উৎসাহ দিয়ে কিছু লেখা
আবশ্যক। [৪] যেহেতু এমন কয়েকজন ভক্তিহীন
লোক গোপনে অনুপ্রবেশ করেছে, যাদের
আজাবের কথা আগেই লেখা হয়েছিল। আমাদের
আল্লাহ্‌র রহমতকে তারা লম্পটতায় পরিণত করে
এবং আমাদের একমাত্র অধিপতি ও প্রভু সেই
ঈসা মসীহ্‌কে অস্বীকার করে।

ভণ্ড শিক্ষকদের থেকে সাবধান

[৫] কিন্তু যদিও তোমরা এ সব বিষয় একবারে
জেনেছ, তবুও আমার বাসনা এই, যেন
তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, প্রভু মিসর দেশ
থেকে তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করে আনবার
পরে যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের ধ্বংস
করেছিলেন। [৬] আর যে ফেরেশতারা নিজেদের
অধিকারের সীমা রক্ষা না করে নিজের বাসস্থান
পরিত্যাগ করেছিল, তাদেরকে তিনি মহাদিনের
বিচারের জন্য ঘোর অন্ধকারের অধীনে
অনন্তকালীন শিকলে বেঁধে রেখেছেন। [৭] সেই
রকম সাদুম ও আমুরা এবং চারপাশের নগরের
লোকদের মত ভীষণ জেনা এবং অস্বাভাবিক
লম্পটতায় বিপথগামী হয়ে, অনন্ত আগুনের দণ্ড
ভোগ করছে ও দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। [৮] তবুও
এরাও সেভাবে স্বপ্ন দেখতে দেখতে নিজেদের
দেহকে নাপাক করে, প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করে এবং
যারা গৌরবের পাত্র তাদের নিন্দা করে। [৯] কিন্তু
প্রধান ফেরেশতা মিকাইল যখন মূসার দেহের
বিষয়ে শয়তানের সঙ্গে বাদানুবাদ করলেন,
তখন অপবাদের অভিযোগ আরোপ করতে
সাহস করলেন না, কিন্তু বললেন, প্রভু তোমাকে
ভর্ৎসনা করুন। [১০] কিন্তু এরা যা যা বোঝে না,
তারই নিন্দা করে এবং বুদ্ধিবিহীন পশুদের মত
সহজাত প্রবৃত্তিবশত নিজে থেকেই যা বোঝে
তার দ্বারাই বিনষ্ট হয়। [১১] ধিক্ তাদেরকে! কারণ
তারা কাবিলের পথে চলে গেছে এবং বেতনের
লোভে বালামের ভ্রান্ত-পথে গিয়ে পড়েছে এবং
কারুনের প্রতিবাদে বিনষ্ট হয়েছে। [১২] তারা
তোমাদের সঙ্গে ভোজন পান করার সময়ে
তোমাদের প্রেম-ভোজে কলঙ্কস্বরূপ, তারা
কেবল নিজেদেরই তুষ্ট করে; তারা বায়ুচালিত
পানিহীন মেঘের মত; হেমন্তকালের ফলহীন,
দু'বার মৃত ও শিকড় সুদ্ধ উপ্‌ড়ে ফেলা গাছের
মত; [১৩] তারা সমুদ্রের ঝড়ের ফেনার মত;
তাদের লজ্জার কাজগুলো ফেনার মতই ভেসে
ওঠে; তারা ভ্রাম্যমান তারার মত, যাদের জন্য
অনন্তকালের ঘোরতর অন্ধকার জমা করে রাখা
হয়েছে।
[১৪] আর আদমের সপ্তম পুরুষ যে হনোক, তিনিও
এই লোকদের উদ্দেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন,

[১:১] মথি ১৩:৫৫; ইউ ১৪:২২; ১৭:১২।
[১:২] গালা ৬:১৬; ১তীম ১:২।
[১:৩] ১করি ১০:১৪; তীত ১:৪।
[১:৪] গালা ২:৪; তীত ১:১৬।
[১:৫] ১ইউ ২:২০; ২পিতর ১:১২,১৩; ৩:১,২; শুমারী ১৪:২৯।
[১:৬] ২পিতর ২:৪,৯।
[১:৭] মথি ১০:১৫; ২৫:৪১; দ্বি:বি: ২৯:২৩।
[১:৮] ২পিতর ২:১০।
[১:৯] ১থিষ ৪:১৬; দানি ১০:১৩,২১; ১২:১; প্রকা ১২:৭।
[১:১০] ২পিতর ২:১২।
[১:১১] পয়দা ৪:৩-৮; ইব ১১:৪।
[১:১২] মেসাল ২৫:১৪; ইফি ৪:১৪; মথি ১৫:১৩।
[১:১৩] ইশা ৫৭:২০; ফিলি ৩:১৯।
[১:১৪] পয়দা ৫:১৮; মথি

২ করুণা ... বর্ষিত হোক: আমরা যখন আন্তরিকভাবে ঈসায়ী ঈমানে আবদ্ধ হই, তখন ত্রিত্বের ফল হিসেবে আমাদের জীবনে পিতা আল্লাহ্‌র করুণা, পুত্রের শান্তি এবং পাক-রূহের মহব্বত বর্ষিত হয়।

৩ পবিত্র লোকদের ... সমর্পণ করা হয়েছে: যারা মসীহ্‌তে বিশ্বস্তভাবে চলে, তাদের পবিত্র দায়িত্ব হল সেই ঈমানকে প্রাণপণে রক্ষা করা, যা আল্লাহ্ পবিত্র লোকদের কাছে ও প্রেরিতদের কাছে একবার সমর্পণ করেছিলেন। মণ্ডলীতে কিতাবুল মোকাদ্দসের ক্ষমতা অস্বীকার করে, মসীহ্ ও প্রেরিতদের তবলিগকৃত মূল সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সুসমাচারের মহান সত্যকে বিকৃত করে প্রচার করে এমন লোকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ঈমানে প্রাণপণ চেষ্টা করার প্রয়োজন ছিল।

৪ আমাদের আল্লাহ্‌র ... অস্বীকার করে: ভণ্ড শিক্ষকরা এই কথা তবলিগ করতো যে, ঈসায়ীরা যদি অনুগ্রহের নাজাতে ঈমান আনে, তাহলে তাদের গুনাহের জীবন ত্যাগ না করলেও চলবে। তারা এই শিক্ষাও দিত যে, যারা অতীতে ঈসাতে ঈমান এনেছিল, কিন্তু এখন ক্রমাগতভাবে স্বেচ্ছাচারিতা ও অনৈতিকতার জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, তারা তাদের পূর্বের ঈমানের কারণে অনন্ত জীবন লাভ করবে।

৬ যে ফেরেশতারা ... পরিত্যাগ করেছিল: এহুদা সেই সমস্ত ফেরেশতাদের বিষয়ে বলছেন, যারা তাদের অবস্থান ভুলে গিয়ে শয়তানের নেতৃত্বে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ও তাঁর বিধান অমান্য করেছিল। তারা বর্তমানে বন্দী অবস্থায় বিচারের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

৮ স্বপ্ন দেখতে দেখতে: আল্লাহ্‌বিহীন লোকেরা দুনিয়াবী সুখের ঘোরে ভাসতে থাকে এবং বেহেশতী পবিত্রতা ও ধার্মিকতার বাস্তবতাকে ভুলে যায়।

১২ দুইবার মৃত: অনেকে মনে করেন যে, ভ্রান্ত শিক্ষকরা এবং তাদের অনুসারীরা কোন এক সময় ঈসার মসীহের উপরে ঈমান আনার কারণে মৃত্যু থেকে জীবন পায়, কিন্তু আবারও মসীহ্‌কে অস্বীকার করার কারণে তাদের জীবনে রূহানিক মৃত্যু নেমে আসে।

১৪ হনোক ... ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন: উদ্ধৃতিটি "হনোকের কিতাব" থেকে নেয়া হয়েছে, যা পয়দা ৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত আদমের বংশের হনোক কর্তৃক লিখিত বলে ধরা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকদের মতে ১১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে

"দেখ, প্রভু তাঁর অযুত অযুত পবিত্র ফেরেশতার সঙ্গে আসলেন, যেন সকলের বিচার করেন; ১৫ আর ভক্তিহীন লোকেরা তাদের যেসব ভক্তিবিরুদ্ধ কাজ দ্বারা ভক্তিহীনতা দেখিয়েছে এবং ভক্তিহীন গুনাহ্গার লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে যেসব শক্ত কথা বলেছে, তার জন্য তাদেরকে দোষী করেন।" ১৬ এরা বচসাকারী, নিজেদের ভাগ্যের দোষ দিয়ে নিজ নিজ অভিলাষের অনুগামী হয়; আর তাদের মুখ মহাদম্ভের কথা বলে এবং লাভের আশায় তারা মানুষের তোষামোদ করে।

ঈসা মসীহের মধ্যেই সম্পূর্ণ ও অনন্ত নাজাত

১৭ কিন্তু প্রিয়তমেরা, ইতোপূর্বে আমাদের ঈসা মসীহের প্রেরিতরা যেসব কথা বলেছেন, তোমরা সেই সব স্মরণ কর; ১৮ তাঁরা তো তোমাদেরকে বলতেন, শেষকালে উপহাসকারীরা উপস্থিত হবে, তারা নিজ নিজ ভক্তিবিরুদ্ধ অভিলাষ অনুসারে চলবে। ১৯ ওরা দলভেদকারী, দুনিয়াবী, এবং তাদের অন্তরে পাক-রূহ্ নেই।

১৬:২৭।
[১:১৫] ১তীম ১:৯;২পিতর ২:৬-৯।
[১:১৬] ২পিতর ২:১০;২:১৮।
[১:১৭] ইফি ৪:১১; ইব ২:৩;২পিতর ৩:২।
[১:১৮] ১তীম ৪:১;২তীম ৩:১।
[১:১৯] ১করি ২:১৪,১৫।
[১:২০] কল ২:৭।
[১:২১] তীত ২:১৩; ইব ৯:২৮।
[১:২৩] আমোস ৪:১১; প্রকা ৩:৪।
[১:২৪] ২করি :১৪; কল ১:২২।
[১:২৫] ১তীম ১:১৭; ইব ১৩:৮; ১১:৩৬।

২০ কিন্তু, প্রিয়তমেরা, তোমরা তোমাদের পরম পবিত্র ঈমানের উপরে নিজেদের গেঁথে তুলতে তুলতে, পাক-রূহে মুনাজাত করতে করতে, ২১ আল্লাহ্র মহব্বতে নিজেদেরকে রক্ষা কর এবং অনন্ত জীবনের জন্য আমাদের ঈসা মসীহের করুণার অপেক্ষায় থাক। ২২ আর কতগুলো লোকের প্রতি, যারা সন্দিহান, তাদের প্রতি করুণা কর; ২৩ আগুন থেকে টেনে নিয়ে রক্ষা কর; আর কতগুলো লোকের প্রতি সভয়ে করুণা কর; গুনাহ্-স্বভাবের দ্বারা কলঙ্কিত কাপড়ও ঘৃণা কর।

শেষ কথা ও দোয়া

২৪ আর যিনি তোমাদেরকে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করতে এবং আপন মহিমার সাক্ষাতে নির্দোষ অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত করতে পারেন, ২৫ যিনি একমাত্র আল্লাহ্ আমাদের নাজাতদাতা, আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্ দ্বারা তাঁরই প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্তৃত্ব হোক, সকল যুগের পূর্বাবধি, আর এখন এবং সমস্ত যুগপর্যায়ে

কিতাবটি রচনা করা হয়। মসীহের সময়কালে ইহুদীদের মধ্যে হনোকের এই কিতাবটির অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ছিল; কিন্তু নানা বিতর্কের কারণে কিতাবটি মূল ক্যাননে স্থান পায় নি। ভবিষ্যদ্বাণীটির পূর্ণতা উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে, এই কিতাবটি পাক-রূহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত ছিল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

২০ নিজেদের গেঁথে তুলতে: ঈমানদারদের কর্তব্য তাদের ঈমান ও মসীহের সমস্ত শিক্ষার আলোকে পরস্পরকে সঞ্জীবিত করে তোলা এবং সব সময় সুসমাচারের সত্য ঘোষণা করার ব্যাপারে নির্ভীক থাকা। এর জন্য তাদের আল্লাহ্র কালাম অধ্যয়ন করা এবং তাঁর সত্যে সর্বদা নিমগ্ন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

২১ আল্লাহ্র মহব্বতে নিজেদেরকে রক্ষা কর: আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে তাঁর মহব্বত দ্বারা রক্ষা করেন এবং তাদেরকে সক্ষম করেন যেন তারা নিজেদের মধ্যে মহব্বতের বন্ধন গড়ে তুলতে পারে। আল্লাহ্র মহব্বত অন্তরে না থাকলে রূহের জড়তা আসে এবং ধার্মিকতা থেকে মানুষ বিচ্যুত হয়।

২৩ সভয়ে করুণা কর: গুনাহ্গারদের করুণা দেখাতে গিয়েও অনেকে গুনাহ্র ফাঁদে পতিত হতে পারে, এ কারণে নিজেকে যথাযথভাবে সুরক্ষিত রেখে তবেই অন্যকে সাহায্য করা উচিত।

এহুদার পত্রে 'ভ্রান্ত শিক্ষকদের' যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে

আয়াত	বর্ণনা
৪	এরা ভক্তিহীন লোক। এরা ঈসা মসীহ্কে অস্বীকার করে।
৭	এরা ভীষণ জেনা এবং অস্বাভাবিক লম্পটতায় বিপথগামী ।
১০	এরা বুদ্ধিবিহীন পশুদের মত।
১২	এরা প্রেম-ভোজে কলঙ্কস্বরূপ। তারা কেবল নিজেদেরই তুষ্ট করে।তারা বায়ু-চালিত পানিহীন মেঘের মত।
১৩	এরা হেমন্তকালের ফলহীন, দু'বার মৃত ও শিকড় সুদ্ধ উপ্ড়ে ফেলা গাছের মত। তাদের লজ্জার কাজগুলো ফেনার মতই ভেসে ওঠে।
১৬	তারা ভ্রাম্যমান তারার মত। এরা বচসাকারী, নিজেদের ভাগ্যের দোষ দিয়ে।এরা নিজ নিজ অভিলাষের অনুগামী হয়।
১৮	তারা নিজ নিজ ভক্তিবিরুদ্ধ অভিলাষ অনুসারে চলে।
১৯	এরা দলভেদকারী। এরা পবিত্র রূহ্বিহীন।